৭ম কর্পোরেশন সভা

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন

৮১, গুলশান এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৭ম কর্পোরেশন সভার কার্য-বিবরণী ঃ

সভাপতি	ঃ	জনাব আনিসুল হক মাননীয় মেয়র ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	ঃ	৩১/০২/১৪২৩ বঙ্গাব্দ ১৪/০৬/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	ঃ	দুপুর ০১ : ৩০ টা
স্থান	ঃ	রাওয়া কনভেনশন হল মহাখালী, ঢাকা

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা ও সরকার কর্তৃক ডিএনসিসি'কে ১০২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের সুখবর জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন।

মাননীয় মেয়র নির্দিষ্ট স্থানে পশু জবাই করা সম্পর্কে বলেন কসাইগণ যাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ, তাদের পশু নির্দিষ্ট স্থানে আনতে পারলে কসাই আপনা আপনি চলে আসবে। তিনি কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে বলেন প্রতিটি ওয়ার্ডে সর্বনিম্ন ২৫টি স্থান নির্ধারণ করে তালিকা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ডিএনসিসি'র প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করতে হবে। তিনি বলেন প্রতিটি বাজারে মূল্য তালিকা টাঙ্গানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং মনিটরিংএর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মাননীয় মেয়র আরো বলেন হকারদের পুনঃবাসন করা প্রয়োজন। ফুটপাত পরিস্কার করে হকারদের একটা শৃংখলার মধ্যে আনতে হবে। তিনি বলেন মেইনরোডে কোন হকার থাকতে পারবে না। হকারদের স্থায়ীভাবে বসতে দেয়া হবে না। হকাররা রাস্তায় বা ফুটপাতে কোন ময়লা ফেলতে পারবে না। হকারদের জন্য জনসাধারণের অসুবিধা হলে হকার তুলে দেয়া হবে। রাস্তায় যানজট সৃষ্টি করা যাবে না। আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে হকার মুক্ত করা হবে। এক্ষণ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'কে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন।

মাননীয় মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও সিটি কর্পোরেশনের উপস্থিত কর্মকর্তাগণ'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান নির্বহী কর্মকর্তা এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০১	বিগত ২২/০৫/২০১৬ তারিখ (মূলতবী সভা ৩১/০৫/২০১৬ তারিখ) অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ প্রসঙ্গে	বিগত ২২/০৫/২০১৬ তারিখ (মূলতবী সভা ৩১/০৫/২০১৬ তারিখ) অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার জন্য আলোচনা	৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী সর্ব সম্মতভাবে দৃঢ় করণ করা হয়।
০২	৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি	৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনায় নির্দিষ্টস্থানে কোরবানীর পশু জবাই করা সম্পর্কে প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বলেন, নির্দিষ্ট স্থানে পশু জবাই করার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। এ বিষয়ে আলাদা একটি সভা করা প্রয়োজন মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। ১১ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব দেওয়ান আব্দুল মান্নান বলেন পশু জবাই করার আধুনিক মেশিন দিয়ে আধুনিক কসাইখানা করা প্রয়োজন। ০৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব কাজী জহিরুল ইসলাম মানিক বলেন, নির্দিষ্ট স্থানে পশু জবাই করার জন্য কসাই পাওয়া যায় না। কসাইরা পশু জবাই করে দিবে বলে আগে থেকেই চুক্তিবদ্ধ থাকে ফলে কসাই পাওয়া কষ্টকর। মেয়র বলেন কসাইরা যাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ, তাদের পশু নির্দিষ্ট স্থানে আনতে পারলে কসাই আপনা আপনি চলে আসবে। তিনি কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে বলেন প্রতিটি ওয়ার্ডে সর্বনিম্ন ২৫টি স্থান নির্ধারণ করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ডিএনসিসি'র প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করতে হবে।	১। সম্মানিত কাউন্সিলরগণ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ২৫ টি করে পশু জবেহ করার জন্য নির্দিষ্ট স্থান নিরূপণ করে তার তালিকা ডিএনসিসি'র প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০৩	হলিডে মার্কেট/সান্ধ্যকালীন মার্কেট স্থাপন ও ফুটপাত পরিস্কার করণ।	ঢাকা শহরের জনদুর্ভোগ নিরসনে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হকার মুক্ত করে হকারদের জন্য হলিডে মার্কেট স্থাপনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। হলিডে মার্কেট স্থাপনের বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মেয়র আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের মতামত জানতে চান। এ বিষয়ে অঞ্চল-৪ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব গুল্লাল সিংহ জানান মিরপুর গোল চত্তরে হকার বসানোর বিষয়ে পুলিশ ও কাউন্সিলর এর সাথে আলোচনা করে আপাতত ১০০ জনকে বসানো হয়েছে। অঞ্চল-১ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ জিয়া উদ্দীন আহমেদ বলেন উত্তরায় ১৮০০ হকার রয়েছে। প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে হকার বসতে দিবো কিনা বা কোথায় বসতে দিবো। হকার বসতে না দিলে বা পুনঃবাসন না করলে ৫০% হকার গ্রামের বাড়ী চলে যাবে। মেইনরোডে কোন হকার বসতে দেয়া হবে না। অঞ্চল-২ এর সদ্য বিদায়ী আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাঃ নায়েব আলী বলেন কাউন্সিলর ও হকারদের নিয়ে সভা করা হয়েছে। হোপ এর সামনের রাস্তা ওয়ানওয়ে করে সান্ধ্যকালীন (৪.৩০ থেকে ৯.৩০পর্যন্ত) হকার বসানো যেতে পারে। এতে জনসাধারণের কোন অসুবিধা হবে না। ৩২ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান বলেন, আবাসিক এলাকায় হকার বসতে দেয়া ঠিক হবে না এবং মেইনরোড হকার মুক্ত রাখতে হবে। ১৪ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ হুমায়ুন রশীদ বলেন মিরপুর ১০ নং গোল চত্তরে ১০০ জন হকার বসানো হয়েছে। আরো প্রায় ৬০০ জন হকার বসতে দিতে হবে। ১৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিরর জনাব মোঃ মফিজুর রহমান বলেন আমার ওয়ার্ডে হলিডে মার্কেট করা সম্ভব নয়। তবে ২০০-৪০০ জনকে ভ্যান করে দিলে তাদের বন্ধের দিনে নির্দিষ্ট স্থানে বসার অনুমতি দেয়া যায়। ৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাজী জহিরুল ইসলাম মানিক বলেন আমার এলাকার ৫৫৪ জন হকার উঠিয়ে দিয়েছি। তারা প্রতিদিন আমার কাছে আসে; এদের মধ্যে অন্ততঃ ২০০ জনকে বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে। শুধুমাত্র আমার ওয়ার্ডে কোন হকার বসতে পারছে না; অন্য সব ওয়ার্ডেই হকার বসছে। সংরক্ষিত আসন-১২ এর কাউন্সিরর বেগম আলেয়া সরোয়ার ডেউজী বলেন বন্ধের দিনে টাউন হলে আমরা হকার বসাতে পারি। তিনি বলেন হকার তিন ধরনের এর হলো- (১) যারা প্রতিদিন একই জায়গায় বসে। (২) বিভিন্ন এসোসিয়েশনের মাধ্যমে মাঠে হলিডে মার্কেট বসে এবং (৩) ঠেলাগাড়ী করে হকারী করে। এর মধ্যে ঠেলাগাড়ী করে যারা হকারী করে তারা বিপদজনক। ভ্যান সার্ভিস বন্ধ করতে হবে। কারণ তাদের জন্য রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হয়, জনগণের চলাচলে অসুবিধা হয়। ৩৩ নং ওয়ার্ডর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব তারেকুজ্জামান রাজিব বলেন, তাঁর ওয়ার্ডের শিয়া মসজিদের পার্শ্বের ১০০ জন হকার আপাতত রায়ের বাজার কবরস্থানের পার্শ্বে একটি জায়গায় বসতে দেয়া হয়েছে। সময়মতো তাদের উঠিয়ে দেয়া হবে। ২৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব শেখ মজিবুর রহমান বলেন আমরা হকার মুক্ত ঢাকা চাই। সম্মানিত সকল কাউন্সিলর হকার মুক্ত মেইন রোড চান। মাননীয় মেয়র বলেন হকারদের পুনঃবাসন করা প্রয়োজন। ফুটপাত পরিস্কার করে হকারদের একটা শৃংখলার মধ্যে আনতে হবে। তিনি বলেন মেইনরোডে কোন হকার থাকতে পারেবে না। হকাররা রাস্তায় বা ফুটপাতে কোন ময়লা ফেলতে পারবে না। হকারদের জন্য জনসাধারণের অসুবিধা হলে হকার তুলে দেয়া হবে। রাস্তায় যানজট সৃষ্টি করা যাবে না। আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে হকার মুক্ত করা হবে। যে সকল ওয়ার্ডে হকারদের পুনঃবাসন করা প্রয়োজন, সে সকল ওয়ার্ডে ৫০ থেকে ১৫০ জন হকার পুনঃবাসন করা যায়। হকারদের স্থায়ীভাবে বসতে দেয়া হবে না।	১। মেইনরোডে কোন হকার থাকতে পারেবে না। ২। যে সকল ওয়ার্ডে প্রয়োজন সে সকল ওয়ার্ডে ৫০ থেকে ১৫০ জন হকার বসতে দেয়া হবে। ৩। হকারদের কোন জায়গায় বসতে দিলে তাদের স্থায়ীভাবে বসতে দেয়া হবে না। ৪। হকাররা রাস্তায় বা ফুটপাতে কোন ময়লা ফেলতে পারবে না। ৫। হকারদের কারণে জনসাধারণের অসুবিধা হলে হকার তুলে দেয়া হবে। ৬। হকাররা রাস্তায় যানজট সৃষ্টি করতে পারবে না। বাস্তবায়নকারী ১। সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ২। সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা
০৪	বাসাবাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহের জন্য ভ্যান সার্ভিস পরিবর্তনের বিষয়ে	সংরক্ষিত আসন-১ এর কাউন্সিরর বেগম শাহনাজ পারভীন বাসা বাড়ি থেকে যারা ভ্যান সার্ভিসের মাধ্যমে ময়লা নিয়ে যান তাদের কোন তালিকা কাউন্সিলরদের কাছে নেই মর্মে জানান। তারা কোন জায়গায় ময়লা ফেলছে কাউন্সিলরগণ তা জানেন না। ভ্যান সার্ভিসের কাজ কাউন্সিলরদের মাধ্যমে দেয়া হলে কাজটি তদারকি করতে তাদের সুবিধা হবে মর্মে জানান। এ বিষয়ে পরবর্তী বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়। বিধায় অদ্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।	পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০৫	ডিএনসিসি একাডেমী অফ মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস এর শিক্ষকদের সম্মানী বৃদ্ধি প্রসঙ্গে	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পাঁচটি সংগীত শিক্ষা কেন্দ্রে ৩০ জন সংগীত শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন। এখানে প্রতিজন শিক্ষকই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের শিল্পী, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারের নিয়মিত তালিকাভূক্ত এবং আন্তজার্তিক ভাবেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তারা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের মাঝে সিটি কর্পোরেশনের ভাবমূর্তি উজ্জল করার ক্ষেত্রে তারা বিপুল ভূমিকা রাখতে পারবেন। এছাড়া তাদের মাধ্যমে সামাজের অনেক অবহেলিত শিশুরা সংগীত ও নৃত্যকলা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রতিভা বিকশিত করার সুযোগ পাচ্ছে। বিগত ১২ বছর (২০০৪-২০১৬) যাবৎ সংগীত শিক্ষকদের জনপ্রতি ৬০০০/- সম্মানী প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের বেতন কাঠামো বিবেচনা করে সংগীত শিক্ষকগণ তাদের সম্মানী বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছেন। সংগীত শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের প্রতি মাসে ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকা হারে ৩০ x ৬০০০= ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা বছরে ১,৮০,০০০ x ১২=২১,৬০,০০০/- (একুশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা সম্মানী প্রদান করা হয়। তাদের বেতন ৬০০০/- টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করা হলে বছরে অতিরিক্ত ১৪,৪০,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা এবং ১২ হাজার টাকা করা হলে বছরে অতিরিক্ত ২১,৬০,০০০/- (একুশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা প্রয়োজন।	পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
০৬	ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন	গত ০৩/০৫/২০১৬ইং তারিখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে নগর ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের নিয়ে মহাখালী কমিউনিটি সেন্টারে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। উক্ত সভায় ডিএনসিসি'র সচিব, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল- ৪ ও অঞ্চল-৫ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শুরুতেই সভায় আগত সকল নগর ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের উদ্যোক্তাদের সাথে পৃথক পৃথকভাবে কথা বলেন। উদ্যোক্তাগন নগর ডিজিটাল সেন্টারের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানান। স্থানীয় সরকার বিভাগের গত ০২/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং-৩ এ দেশের প্রতিটি ওয়ার্ডে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ওয়ার্ডসমূহের কার্যালয়ের প্রবেশমুখে দৃশ্যমান ও সংলগ্ন একটি ১৫' ১২' বর্গফুট (নুন্যতম ১৮০ বর্গফুট) আয়তন বিশিষ্ট কক্ষ বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে, যেখানে ২টি কম্পিউটার, ১টি প্রিন্টার, ১টি স্ক্যানার, ২টি ওয়েভক্যাম, ইন্টারনেট কানেকশন, চেয়ার (কমপক্ষে ৬টি), ২টি টেবিলসহ অফিসের অন্যান্য সামগ্রী রাখা সম্ভব হবে। সিটি কর্পোরেশন তার নিজস্ব তহবিল থেকে গত ৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের মধ্যে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশনা ছিল। সে প্রেক্ষিতে গত ৩১/০৩/২০১৬ ইং তারিখে প্রতিটি ওয়ার্ডে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের জন্য আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে নগর ডিজিটাল সেন্টারের ৩৬টি ওয়ার্ডে ৭২ জন উদ্যোক্তার জন্য প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জাম ও কম্পিউটার বিষয়ক যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত ১,৪০,৩৭,৮৪০/-(এক কোটি চল্লিশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার আটশত চল্লিশ) টাকার একটি সম্ভাব্য বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরগণ মৌখিকভাবে তাদের নিজ নিজ এলাকায় ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেছেন। এ বিষয়ে সংরক্ষিত আসন ১২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর বেগম আলেয়া সরোয়ার ডেইজী একটি আবেদন করেছেন।	পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০৭	আইসিটি সেল এ বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে সৃষ্ট পদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে	আইসিটি সেল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে আইসিটি সেল এ পদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম রাখা হয়েছে। পযাপ্ত জনবল না থাকায় সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করা যাচ্ছে না । বর্তমান জনবল কাঠামোতে সৃষ্ট পদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ অত্যাবশ্যক । বর্তমান জনবল কাঠামোতে আইসিটি সেল এ ৭টি পদের সংস্থান রাখা হয়েছে। ১। সিষ্টেম এনালিষ্ট-১ জন (বেতন গ্রেড-৫) ২। প্রোগ্রামার -১ জন (বেতন গ্রেড-৬) ৩। সহকারী প্রোগ্রামার- ১ জন (বেতন গ্রেড-৯) ৪। সহকারী মেইটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার- ১ জন (বেতন গ্রেড-৯) ৫। কম্পিউটার অপারেটর-২ জন (বেতন গ্রেড-১১) ৬। অফিস সহায়ক- ১ জন (বেতন গ্রেড-২০) মোট = ৭ (সাত) জন সে মোতাবেক সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রস্তাবিত পদ ও সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ ১। সিনিয়র সিষ্টেম এনালিষ্ট-১ জন (বেতন গ্রেড-৪) ২। সিষ্টেম এনালিষ্ট-১ জন (বেতন গ্রেড-৫) ৩। প্রোগ্রামার -১ জন (বেতন গ্রেড-৬) ৪। মেইটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার- ১ জন (বেতন গ্রেড-৬) ৫। সহকারী প্রোগ্রামার- ২ জন (বেতন গ্রেড-৯) ৬। সহকারী মেইটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার- ২ জন (বেতন গ্রেড-৯) ৭। কম্পিউটার অপারেটর-২ জন (বেতন গ্রেড-১১) ৮। পি, এ - ১ জন (বেতন গ্রেড-১৩) ৯। অফিস সহায়ক- ৩ জন (বেতন গ্রেড-২০) সর্বমোট =১৪ (চৌদ্দ) জন । আইসিটি সেল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে আইসিটি সেল এ পদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম রাখা হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আইসিটি সেল এর মাধ্যমে ডিএনসিসি'র প্রধান কার্যালয় ও ৫টি আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহ ইন্টারনেট কানেকশন মনিটরিং ও মেনটেনেন্স করা হয়ে থাকে। প্রতিটি বিভাগ/দপ্তরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন্টারনেট কানেকশন সংক্রান্ত কোন জটিলতা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক ভাবে মনিটরিং করে সমস্যা সমাধান করতে হয়। ওয়েব সাইট প্রতিনিয়ত আপগ্রেডেশন, মেইটেনেন্স, মনিটরিং করার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে দক্ষ জনবল প্রয়োজন। পর্যাপ্ত জনবল না সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তনাম জনবল কাঠামোতে সৃষ্ট পদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ অত্যাবশ্যক ।	পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
০৮	আইসিটি সেলে চুক্তি ভিত্তিক জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আইসিটি সেল একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। উক্ত দপ্তর এর মাধ্যমে ডিএনসিসি'র প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহ ইন্টারনেট কানেকশন মনিটরিং ও মেনটেনেন্স করা হয়ে থাকে। প্রতিটি বিভাগ/দপ্তরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন্টারনেট কানেকশন সংক্রান্ত কোন জটিলতা দেখা দিলে তাৎক্ষণিক ভাবে মনিটরিং করে সমস্যা সমাধান করতে হয়। ওয়েব সাইট প্রতিনিয়ত আপগ্রেডেশন, মেনটেনেন্স, মনিটরিং করার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে কয়েকজন দক্ষ জনবল প্রয়োজন। তাছাড়া আইসিটি সেল হতে নিম্মোক্ত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছেঃ ক) ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান । খ) ডিএনসিসি'র সকল এলাকায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ। ঘ) হোল্ডিং ট্যাক্স ও হিসাব শাখার অটোমেশন। ঙ) নাগরীকদের Online e-Service প্রদান যেমন, Birth Certificate, Trade License ইত্যাদি । বর্তমান জনবল কাঠামোতে আইসিটি সেল এ ৭টি পদের সংস্থান রাখা হয়েছে। কিন্তু তারমধ্যে, আইসিটি সেলে ১ (এক) জন সিষ্টেম এনালিষ্ট অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ও ১ (এক) জন সহকারী প্রোগ্রামার কর্মরত আছেন। প্রয়োজনীয় জনবল কর্মরত না থাকার কারণে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কর্ম সম্পাদনে বিঘ্ন হচ্ছে। বর্তমান অগানোগ্রামের আলোকে শূন্য পদের বিপরীতে জরুরী ভিত্তিতে একজন প্রোগ্রামার ও ১ জন সহকারী মেইটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন।	পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		আইসিটি সেল এ চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ (জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ অনুযায়ী) যোগ্যতা ঃ The Computer personnel Recruitment Ruls ১৯৮৫ এর সিডিউল অনুযায়ী ঃ প্রোগ্রামার ১ (এক) জন, (বেতন গ্রেড-৬) ও সহকারী মেইটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার ১(এক) জন, (বেতন গ্রেড-৯) শূন্য পদে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ করার জন্য আইসিটি সেল কর্তক অনুরোধ করা হয়েছে। বর্ণিত পদসমূহের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আইনগত বিধান নিম্নরূপ- ১। সিষ্টেম এনালিষ্ট নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন পাওয়া গেছে। ২০১৬ এর অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে **সিষ্টেম এনালিষ্ট** পদটি আছে। কিন্তু ১৯৯০ এর জনবল কাঠামোতে সিষ্টেম এনালিষ্ট পদ না থাকায় নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বর্তমান ডিএনসিসি'র নিয়োগ বিধি পাশ হওয়া আবশ্যক। ২। ১৯৯০ এর জনবল কাঠামোতে **"কম্পিউটার প্রোগ্রামার"** ১টি পদ ছিলো। বর্তমান জনবল কাঠামোতে **"প্রোগ্রামার"** শিরোনামে ১টি পদ রয়েছে। যদি **কম্পিউটার প্রোগামার** ও **প্রোগ্রামার** একই পদ ধরা হয় তবে প্রোগ্রামার পদে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। ৩। **সহকারী মেইটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার** পদটি সম্পূর্ণ নতুনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে বিধায় ডিএনসিসি'র নিয়োগ বিধি পাশ না হলে বর্ণিত পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।	
০৯	ডিএনসিসি'র আর্থিক সহযোগিতায় পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা এর ঈদ জামাততের প্যান্ডেল তৈরী প্রসঙ্গে।	প্রতি বছর ডিএনসিসি'র আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিটি ওয়ার্ডে ৪টি করে ৩৬টি ওয়ার্ডে মোট ১৪৪টি এবং সম্মানিত কাউন্সিলরদের আবেদনের প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত ৯টি সহ মোট ১৫৩টি মসজিদ/ঈদগাহে প্যান্ডেল তৈরী করা হয়ে থাকে। প্রতিটি প্যান্ডেলের জন্য ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ১৫৩টি মসজিদ/ঈদগাহের তালিকা সংযুক্ত। উল্লেখ্য যে, এর মধ্যে ভ্যাট বাবদ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা কর্তন করে রাখা হয়। বর্তমানে প্যান্ডেলগুলো নির্মানের কাজ আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। যা অনেক ঝামেলাপূর্ণ ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আরো উল্লেখ্য, পূজা উপলক্ষ্যে পূজা মন্ডপের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে মেয়র মহোদয়ের অনুমতি সাপেক্ষে তাঁদের অনুকূলে বরাদ্দের চেক প্রদান করা হয়ে থাকে। অনরূপভাবে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা-এর প্যান্ডেলের ব্যয় বরাদ্দ মসজিদ/ঈদগাহ কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুকূলে প্রদান করা হলে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন সহজ হতে পারে। এতদোপলক্ষে, মসজিদ/ঈদগাহ কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে তালিকা প্রস্তুত করে মেয়র মহোদয়ের অনুমোদন নেওয়ার পর প্রত্যেক সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুকূলে বরাদ্দের চেক প্রদান করা যেতে পারে। আলোচনায় ১৯ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মফিজুর রহমান প্যান্ডেল তৈরীর খরচ বাড়ানোর প্রস্তাব করনে। ৪ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর প্রতিটি ওয়ার্ডে প্যান্ডেলের সংখ্যা বাড়ানো এবং প্রতি প্যান্ডেলের খরচ বাবাদ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা প্রদানের প্রস্তাব করেন। সম্মানিত সকল কাউন্সিলর প্রতিটি ওয়ার্ডে ৪টির পরিবর্তে ৫টি মসজিদ/ঈদগাহ এবং প্রতিটি মসজিদ/ঈদগাহে ২৫,০০০/- (পচিশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করার বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন। সম্মানিত কাউন্সিলরদের মসজিদ/ঈদগাহের তালিকা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রদান করার জন্য মাননীয় মেয়র নির্দেশনা দিয়েছেন।	১। প্রতিটি ওয়ার্ডে ৪টির পরিবর্তে ৫টি করে মসজিদ/ঈদগাহে ঈদ উপলক্ষ্যে প্যান্ডেল তৈরী করতে ডিএনসিসি'র আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। ২। প্রতিটি মসজিদ/ঈদগাহে প্যান্ডেল নির্মাণ ব্যয় নির্বাহের জন্য ২৫,০০০/- (পচিশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হবে। ৩। সম্মানিত কাউন্সিলরগণ তার ওয়ার্ডের ঈদের প্যান্ডেল নির্মাণের জন্য যথাসম্ভব সত্বর ৫টি করে মসজিদ/ঈদগাহ এর তালিকা তৈরী করে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে মাননীয় মেয়র বরাবর প্রেরণ করবেন। ৩। সম্মানিত কাউন্সিলরদের তালিকা অনুযায়ী মসজিদ/ঈদগাহের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এর অনুকূলে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। বাস্তবায়নকারী ১। সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ২। সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ৩। প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১০	বিবিধ	(ক) স্কুলে বাস সার্ভিস চালু করণ প্রসঙ্গে। মাননীয় মেয়র বলেন গুলশান, বনানী, বারিধারা ও নিকেতন এলাকায় যে সকল স্কুল রয়েছে সে সকল স্কুলসমূহে স্কুল বাস চালু করতে হবে। স্কুল বাস চালু করতে সম্মানিত কাউন্সিলরা সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং ডিএনসিসি'র পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তা জনাব মোঃ মঞ্জুর-ই-মওলা কাজ করবেন। উপস্থিত সম্মানিত সকল কাউন্সিলর এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	১। গুলশান, বনানী, বারিধারা ও নিকেতন এলাকার স্কুল গুলিতে স্কুলবাস সার্ভিস বাধ্যতামূলকভাবে চালু করতে হবে। বাস্তবায়নকারী ১। সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলর ২। জনসংযোগ কর্মকর্তা
		(খ) বাজারের মূল্য তালিকা প্রসঙ্গে। মাননীয় মেয়র বলেন, এলাকায় এলাকায় যে বাজার রয়েছে; সম্মানিত কাউন্সিলরগন ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ সে সকল বাজারসমূহে মূল্য তালিকা টাঙ্গানোর ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। উপস্থিত সম্মানিত সকল কাউন্সিলর এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	১। প্রতিটি বাজারে মূল্য তালিকা টাঙ্গাতে হবে। বাস্তবায়নকারী ১। সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ২। সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা
		(গ) ডিএনসিসি'র আওতাধীন এলাকায় বিভিন্ন সংগঠনের অফিস বন্ধ করণ প্রসঙ্গে। মাননীয় মেয়র বলেন, প্রত্যেক দিন কাগজে দেখা যায় বিভিন্ন রকমের সংগঠনের পোষ্টার উঠানো হচ্ছে এবং নামে বেনামে সংগঠনের নামে জায়গা দখল হচ্ছে। এসকল দখলদারী বন্ধ করে সংগঠনগুলোর অফিস উঠিয়ে দিতে হবে। এ বিষয়ে সম্মানিত কাউন্সিলরগণ ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উপস্থিত সম্মানিত সকল কাউন্সিলর এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	১। নামে বেনামে যে সকল সংগঠন জমি দখল করে অফিস করছে; সে সকল অবৈধ অফিস উচ্ছেদ করতে হবে। বাস্তবায়নকারী ১। সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ২। সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা

আর কোন আলোচনা না থাকায় মাননীয় মেয়র ও সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
আনিসুল হক
মেয়র
ও
সভাপতি
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.২০৭.০০৬.০৩.০০.২৪৩৮.২০১৬ - ২১৭

তারিখ- ২৬/৬/২০১৬

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১) কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং-............../সংরক্ষিত আসন নং.................. ।
২) বিভাগীয় প্রধান.. ।
৩) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল............................... ।
৪) মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬) সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২ ও সাধারণ প্রশাসন শাখা।
৭) অফিস কপি।

(মোঃ নবীরুল ইসলাম)
সচিব (উপসচিব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন